তথ্য অধিকার (Right to Information) সংক্রান্ত

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বেপজা কমপ্লেক্স, বাড়ি # ১৯/ডি, রোড # ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

সূচনা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়নে দীর্ঘদিনের নিরলস ও নিবেদিত কর্মযজ্ঞের উজ্জ্বল উপাখ্যান বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। জন্মলগ্ন থেকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আনয়ন, পণ্যের বহুমূখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেপজা অসামান্য অবদান রেখে আসছে। বেপজার সাফল্যগাঁথা বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশকে করেছে গর্বিত ও সম্মানিত। বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পাঞ্চলের অগ্রযাত্রায় বেপজা এক অনন্য নাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বেপজা এগিয়ে চলছে সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বে বেপজা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানী বৃদ্ধি ও পণ্যের বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিবছর পূর্ববর্তী বছরের অর্জনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার যে রূপকল্প নির্ধারণ করেছেন বেপজা তা বাস্তবায়নে গর্বিত অংশীদার হিসেবে অবদান রাখছে। একক সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন অর্জনের ক্ষেত্রে বেপজা অনন্য নজির স্থাপন করেছে। বর্তমানে বেপজা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণের কাছে বিনিয়োগের সুবর্ণ ভূমি হিসেবে পরিচিত।

তথ্য অধিকার আইন ও বেপজা

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' পাস করে। এই আইন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের চিন্তা, বিবেক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে বিনিয়োগ আনয়ন, রপ্তানী বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বেপজার তথ্য উন্মুক্ত হলে তা বিনিয়োগকারীগণের জন্য সহায়ক হবে এবং জনগণও এই সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আরো ব্যাপকভাবে অবহিত হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বেপজার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

জনগণের অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনের সাথে সংগতি রেখে বেপজা তথ্য প্রবাহের ধারা বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর। সাধারণ জনগণ কিংবা গণমাধ্যমকর্মী কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বেপজা নির্বাহী দপ্তরের মহাব্যস্থাপক (জনসংযোগ)-দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বেপজার মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নামসহ যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

নাজমা বিন্‌তে আলমগীর
মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ)
বেপজা কমপ্লেক্স, বাড়ি # ১৯/ডি, রোড # ৬, ধানমন্ডি ঢাকা
ফোন: ০২-৯৬১৪৩৩২, মোবাইল: ০১৭১৩০১৬৪১৮
ই-মেইল: gmpr_bepza@yahoo.com

এছাড়া বেপজাধীন ৮টি ইপিজেড একেকটি তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করছে। প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন যারা নির্বাহী দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রেখে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে। লিখিত কিংবা আবেদনের ভিত্তিতে চাহিত তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘তথ্য অধিকার আইন’-এ বর্ণিত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

বেপজা স্বপ্রণোদিত হয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বেশকিছু তথ্য প্রকাশ করেছে যা বিনিয়োগকারী ছাড়াও সাধারণ জনগণের তথ্য চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- বেপজা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী, বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বেপজা নির্বাহী দপ্তর এবং ইপিজেডসমূহে সফর, বিনিয়োগ সেমিনার, শ্রমিক কল্যাণ সমিতির নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রেস রিলিজ প্রদান করে যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশের মাধ্যমে জনগন বেপজার বিভিন্ন কার্যাবলীর তথ্যসমূহ জানতে পারে।

03.316.017.00.00.008.2014/

24-08-2016

Press Release

BEPZA Exceed Export Target in 2015-16 FY with Achievement of $ 6.67 B

Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) exceeded the export target by US$ 676 million against the export target US $ 6000 million for 2015-16 fiscal year. BEPZA have exported goods worth US$ 6676.32 million from the enterprises of eight EPZs. In the previous year i.e. 2014-15 it was US$ 6113.49 million. This shows an increase of 9.21% in recently concluded fiscal year comparing with the previous fiscal year.

In 2015-16 fiscal year, the enterprises of Chittagong EPZ exported goods worth of US$ 2419.71 million, Dhaka EPZ US$ 2183.9 million, Karnaphuli EPZ US$ 823.28 million, Adamjee EPZ US$ 562.91 million, Comilla EPZ US$ 308.33 million, Mongla EPZ US$ 74.66 million, Ishwardi EPZ US$ 114.74 million and Uttara EPZ US$ 188.8 million.

Mentionable that, in exported US$ 6113.49 of 2014-15 fiscal year Chittagong EPZ earned US$ 2383.76 million, Dhaka EPZ US$ 1997.5 million, Karnaphuli EPZ US$ 709.74 million, Adamjee EPZ US$ 467.37 million, Comilla EPZ US$ 274.63 million, Mongla EPZ US$ 84.26 million, Ishwardi EPZ US$ 108.26 million and Uttara EPZ was US$ 87.99 million.

Eight EPZs of BEPZA consist only 2307.27 acres of land. From this very little area, BEPZA is contributing a huge impact in the economy of Bangladesh. In 2015-16 fiscal year BEPZA contributed about 20% to the total national export.

Nazma Binte Alamgir
General Manager (Public Relations)
Phone: 9614332 (Off)
Cell: 01713-016418

- বেপজার উল্লেখযোগ্য অর্জনের তথ্যসমূহ (যেমন: বিনিয়োগ, রপ্তানী, কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি) প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- বেপজা কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিক বেপজা বুলেটিনের মোট চারটি ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাস, চেম্বারসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সেমিনারসমূহে বেপজা বুলেটিন পাঠানো হয়েছে যা তথ্যপ্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

- দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং জনগণের বেপজা সম্বন্ধে সহজে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইংরেজি ভাষায় ব্রোশিউর প্রস্তুত করা হয়েছে। অন্যান্য ভাষায়ও তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এই ব্রোশিউর চীনা, জাপানি এবং কোরিয়ান ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে।

- বিলবোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন ইপিজেডের গেইটে বেপজার উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

- আটটি ইপিজেড ও বেপজার উপর মোট ৯টি পৃথক ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। উক্ত ভিডিও ডকুমেন্টারিসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে বিতরণসহ বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া বেপজার ভিডিও ডকুমেন্টারি ইংরেজি ছাড়াও চীনা, জাপানি ও কোরিয়ান ভাষায় রুপান্তর করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত বেপজার অধীনে ৮টি ইপিজেডের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে বেপজার অবদানের উপর বাংলা ভাষায় প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। বেপজার বিনিয়োগ উন্নয়নমূলক প্রামাণ্যচিত্র নিয়মিতভাবে বিটিভিতে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়াও জনগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজকরণে বেপজার বিনিয়োগ, রপ্তানী, কর্মসংস্থানের উর্দ্ধগতি ও ইপিজেডের বৈচিত্রময় পণ্য এবং সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সংবাদ প্রায়শই প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ অন্যান্য সামাজিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে।

- বেপজার প্রতি অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড এবং আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

- সর্বোপরি বেপজার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে উল্লিখিত প্রচার সামগ্রীসহ প্রেস রিলিজ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং বেপজা সম্পর্কিত তথ্যাবলী, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নাম, ইপিজেড সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রভৃতি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা আপডেট করা হয়। এছাড়া বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ফরম ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

স্বপ্রনোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করার কারণে বেপজার বিনিয়োগকারীগণ এবং সাধারণ জনগণ বেপজা সম্বন্ধে সহজেই জানতে পারছে যা এই সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইনের নির্দিষ্ট ফরমেটে বেপজার কাছে একটি আবেদন এসেছিল। সরবরাহকৃত তথ্যে সংক্ষুব্ধ হয়ে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপীল আবেদন করে। কিন্তু আপীল কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক আপীল গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে খারিজ করে দেন। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ই-মেইলে বা ফোনে গণমাধ্যম কর্মীগণ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চেয়েছেন যা তাৎক্ষণিক প্রদান করা হয়েছে।

বিনিয়োগকারীগণ এবং সাধারণ জনগণকে বেপজা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বেপজার পরিচিতি, স্বচ্ছতা এবং কার্যক্রম জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে যা বেপজার ইতিবাচক ইমেজ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।